কয়েকটী সামাজিক প্রশ্ন

কয়েকটী

সামাজিক প্রশ্ন।

5 MAY 1920
WRITERS' BUILDINGS

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম্-এ, পি, আর্, এস্
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
ইতিহাসের অধ্যাপক।

NATIONAL LIBRARY
No. Imp. 4509
DATE 14/10/09
CALCUTTA
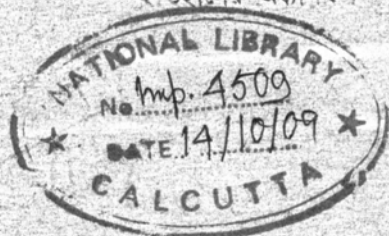
বঙ্গীয় সমাজসংস্কার-সমিতি হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এজেণ্টস্—
চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জি এণ্ড কোম্পানি লিঃ
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

মূল্য এক আনা

কয়েকটি সামাজিক প্রশ্ন।

পশ্চিম মহাসাগরের উপকূল হইতে যে প্রবল ভাব তরঙ্গ আসিয়া ভারত মহাসাগরের তীরে আঘাত করিয়াছে তাহার উপযোগিতা বা উপকারিতা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব। কারণ এই যুক্তির যুগে নিছক গায়ের জোর বা অশ্রু-প্লাবিত ভাবোচ্ছ্বাসের প্রতি লোকে শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিয়াছে। চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকা যে মোটেই নিরাপদ নহে, তাহা অল্প-বুদ্ধি বালকের জ্ঞানেরও অগোচর নহে, আর হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলেই যদি সকল বিপদকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করা যাইত, তবে কচ্ছপকুল কোন দেশে কোন কালে কোন অবস্থাতেই নির্মূল হইত না। সুতরাং বাহিরের জগতে কি হইতেছে, বাহিরের লোকে কি করিতেছে, কি ভাবিতেছে তাহার দিকে আর আমাদের উদাসীন থাকা চলেনা, কেননা ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের হিন্দু দুনিয়া ছাড়া দেশ বা দুনিয়ার বাহিরের জীব নহে। এই কলিকালে কাশীতেও ভূমিকম্প হয়। একালে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে কেবল শিবঠাকুরের ত্রিশূলের ভরসা করিয়া থাকিলে চলিবেনা, ভূমিকম্পের সম্ভাবনা জানিয়া সতর্ক হইতে হইবে, ঘরবাড়ী বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতবর্ষের হিন্দুর আর যত দোষ থাকুকনা কেন, সে যতদিন সজীব ছিল ততদিন সে জীবিত থাকিতে সচেষ্টও ছিল। তাহার এই দেশের উপর দিয়া কত প্লাবন চলিয়া গিয়াছে। শক, হুন, গ্রীক, পার্থিয়ান প্রভৃতি বিদেশী জাতি কতবার এই প্রাচীন দেশ আক্রমণ করি-

য়াছে, কতবার এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিদেশী জাতির রাজত্বের সহিত উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। তাহার বহু নিদর্শন শিল্পে, স্থাপত্যে, প্রাচীন মুদ্রার ভিতরে পাওয়া যাইবে। কিন্তু কোথায় এই সকল বিদেশী বিজেতার বিধর্ম্মী বংশধর! সেকালের হিন্দু জানিত কেমন করিয়া পরকে আপনার করিতে হয়, কেমন করিয়া প্রবলতর বিদেশী জাতির বাহুবলে হিন্দুধর্ম্মকে বলীয়ান করিতে হয়, কেমন করিয়া বিদেশীর বীর্য্য-বিজিত হইয়াও আসন্ন বিপ্লব হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে হয়। তাই বিদেশী নহপন ঘহরাটের বংশধরের নাম 'রুদ্রদমন' ও 'রুদ্রসিংহ'। তাই কাডফাইসিস্ কনিষ্ক ও হবিষ্কের বংশে বাসুদেবের জন্ম। তাই যবনদূত গরুড় স্তম্ভ স্থাপনা করে। তাই হুন জাতির অনুসন্ধান করিতে হইলে রাজপুত জাতির ইতিহাস চর্চ্চা করিতে হয়। তাই বেদ বিদ্রোহী বুদ্ধ ভগবানের নবম অবতার। তাই মুসলমান ধর্ম্মের উদারভাবে বিভোর নানক পঞ্চনদে শিখ ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। তাই প্রেমের অবতার গৌরাঙ্গ মুসলমানের সাম্যবাদের সহিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রেমের মিশ্রণ করিয়া বাঙ্গালায় হিন্দুধর্ম্ম বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন। তাই মুসল-মান কবীর ও যবন হরিদাস হিন্দুর সিদ্ধপুরুষ। সেকালের হিন্দুর চক্ষু ও মন সমান সজাগ ছিল। তাহারা নিজের প্রয়োজনে নিজেরা ভাবিত; সে ভার কোন অতীত যুগের স্বর্গগত মহা মনীষির উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতনা।

কথা উঠিতে পারে এই যে আমাদের আর্য্যঋষির দল, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম, বৌধায়ণ, বৃহস্পতি, বশিষ্ঠ ও নারদ ইহাদের প্রতিভা কি কম? ইহাদের নায়কতায় হিন্দু একদিন যে মহা গৌরবের আসন লাভ করিয়া-ছিল, তাহা কি মিথ্যা? এমন যে মহামনীষিগণ, তাহাদের কথার উপর কথা কহিবার ধৃষ্টতা আমাদের হইল কি করিয়া? এক কথায় বলিব, এ

ধৃষ্টতা হইয়াছে কতকটা ঐ সকল ঋষিরই প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ আর কতকটা নিতান্ত প্রাণের দায়ে। প্রাচীনপন্থী যে মহাপণ্ডিতের দল আজ মনুর দোহাই কথায় কথায় দিয়া থাকেন তাঁহারা কি সর্ব্বদা সকল বিষয়ে মনুর অনুশাসন মানিয়া চলিতে প্রস্তুত আছেন? যদি না থাকেন তবে, তাঁহাদের মনুর প্রতি এই মৌখিক শ্রদ্ধার মূল্য কি? তবে তাঁহারা কেবল নিজেদের সংস্কার সুবিধার দ্বারা পরিচালিত হন, একথা বলিলে রাগ করিবেন কি করিয়া? আমরা নবীনের দল—যাহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া মরিতে চাহি না, যাহারা কাহারও খাতিরে নিজের চিন্তার স্বাধীনতা হারাইতে প্রস্তুত নহি,—আমরাও শাস্ত্রবাক্য শিরোধার্য্য করিতে প্রস্তুত নহি। শাস্ত্রকারেরা যে মহা বুদ্ধিমান মহাপণ্ডিত ও প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। কিন্তু, তাঁহাদের মৃত্যুর পর এই যে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, এতকাল কি পৃথিবী ও মানুষ একই যায়গায় অচল অটল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে? ভূতত্ত্ববিদের নিকট শুনিতে পাই যে আজ যেখানে ভারতের কিরীটি হিমালয় দণ্ডায়মান, অতীতের এক বিস্মৃত যুগে ঐখানেই এক মহাসাগরের বিশাল জলরাশি তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া প্রবাহিত হইত। আবার আজ যেখানে ভারতমহাসাগর, একদিন বহুজীব সমাকীর্ণ এক অধুনা লুপ্ত মহাদেশ সেখানে ছিল। প্রাকৃতিক এত জগতে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এত বিপ্লব বাধিয়াছে, আর মানুষের অন্তর্জগতে কি কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই? অসভ্য মানুষ, পশু অবস্থা হইতে আপনারই চিন্তাশক্তির অপূর্ব্ব প্রভাবে মানুষের সভ্যতার সৃষ্টি করিয়া কি মনুর আমল হইতে একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছে? আমরা জানি তাহা হয় নাই। মানুষের মন অনাদি অনন্তকাল হইতে অনুক্ষণ তারস্বরে বলিতেছে, আগে চল আগে চল। তাই আর মানুষের এক মুহূর্ত্ত থামিবার উপায় নাই। তাই মানব সভ্যতার অগ্রগতি এক

নিমিষের জন্যও প্রতিহত হয় নাই। মিশর থামে ত' চীন চলে, চীন ঘুমায়ত' ভারত জাগে, এশিয়া পশ্চাৎপদ হয়ত য়ুরোপ মানবী সভ্যতার বিজয়কেতন বহিয়া সম্মুখে অগ্রসর হয়। জ্ঞানের এই অপ্রতিহত বিস্তারের প্রভাবে আজ দশম বর্ষীয় বালক অনায়াসে পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণ করিয়া দেয়, যাহা গ্রীক মনীষি সক্রেটিসের বুদ্ধির অতীত ও অগোচর ছিল। বিংশ শতাব্দীর হিন্দু কি এতই অধম যে সে তাহার সামাজিক সমস্যার মীমাংসার ভার তাহার পরলোকগত পিতৃপুরুষের হস্তে অর্পণ করিবে?

অভিমানের কথা, আত্মসম্মান বোধের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। কিন্তু আজ আমরা যে সব সামাজিক সমস্যায় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি, দুই সহস্র বা ততোধিক বৎসর পূর্ব্বে যখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সংহিতা সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তখন এই সকল সমস্যার অস্তিত্বই ছিলনা। এই ধরুন **অসবর্ণ বিবাহের** কথা!

প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বহুপূর্ব্বে সগোত্র বিবাহ নিষেধ করিয়াছিলেন। ঐখানে থামিলে আর কোন গোলই হইত না, কিন্তু তাহা হইল না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুগণ ত পরস্পরের সহিত বিবাহের প্রথা বন্ধ করিয়া দিলই, তদুপরি আবার প্রত্যেক প্রদেশের বিভিন্ন জাতির ভিতর আবার বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হইল। বিবাহের নিমিত্ত নির্ব্বাচনের ক্ষেত্র এইরূপে ক্রমশঃ এত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, যে এখন সগোত্রগণই অনেক স্থলে, ভিন্ন গোত্রের সবর্ণদিগের অপেক্ষা শোণিত সম্পর্কের হিসাবে কম ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছেন। এই সমস্যার একটা মীমাংসা হইতেছে অসবর্ণ বিবাহ। মাননীয় পাটীল মহাশয়ের প্রস্তাব গৃহীত হইলে এইরূপ বিবাহের একদিককার বাধা দূর হইবে। কিন্তু ঐ একটি বাধা দূর হইলেই এই প্রকাণ্ড দেশটায় যে বৎসরে পঞ্চাশটা অসবর্ণ বিবাহও হইবে, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। তথাপি দেশের নানা-

দিক হইতে এই বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার বৃথা চেষ্টা চলিতেছে।

কারণ যাহারা পাটীল বিলের বিরুদ্ধবাদী, তাঁহারা অত কথা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন বোধ করেন না। বর্ত্তমানের প্রতি তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহারা একেবারে অন্ধ, এবং অতীতের সম্বন্ধে তাঁহারা অসম্ভব রকম অজ্ঞ। অথচ তাঁহাদের সকল যুক্তিই অতীতের দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে। অতীতকে আমরাও উপেক্ষা করিতে চাহি না। কারণ অতীতের ভিতর দিয়াই আমাদের এই সমাজ নানা বিবর্ত্তনের মধ্যে বর্ত্তমানে উপস্থিত হইয়াছে। তাই অতীতের আলোচনা করিয়া সমাজের স্বাভাবিক গতি কোন্ দিকে তাহা আমাদিগকে বুঝিয়া লইতে হইবে। অতীতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার একটুকু আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে চলিবে না। আমরা জানি অতীত অখণ্ড, বিভাগ করিলে তাহার স্বরূপ বোঝা যায় না। তাই আমাদিগকে শাস্ত্রও ঘাঁটিতে হইবে, পুরাণও পাঠ করিতে হইবে, কিন্তু অন্ধভাবে নয়, অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টি লইয়া। অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টি লইয়া আমাদিগকে প্রত্যেক প্রথার আলোচনা করিতে হইবে। দেখিতে পাইতেছি, আমাদের প্রতিপক্ষ দল কেবলমাত্র শাস্ত্র মানিতে চাহেন না, কারণ, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও অসবর্ণ বিবাহের বহু প্রমাণ রহিয়াছে। এমন কি যে মনুর নামে যাহাদের মস্তক সম্ভ্রমে নত হইয়া পড়ে, সেই মনুই বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যের সাহায্যে আমরা অনায়াসেই প্রমাণ করিতে পারি যে কেবল অসবর্ণ বিবাহ নয়, প্রাচীন মিশরের ন্যায়, ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের ভিতরই পূর্ব্বকালে ভ্রাতা ভগ্নীর বিবাহ হইত।

* বৌদ্ধ সাহিত্যের দশরথজাতকে, দিঘানিকায়াতে, রকহিল সাহেবের

অনুবাদিত বুদ্ধের জীবন কথায় ব্রহ্মদেশে প্রাপ্ত ও রেঙ্গুনের একজন পাদ্রী বিগানডেট অনুবাদিত একখানি পালি গ্রন্থে, মহম্মদ কাসিম কর্ত্তৃক সিন্ধু বিজয়ের অনতিকাল পরে কোন অজ্ঞাতনামা মুসলমান গ্রন্থকার বিরচিত চাচা নামা নামক গ্রন্থে এই প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে। প্রায় সকল সভ্যজাতি, সকল সভ্য সমাজেরই ইতিহাসে ঐরকম একটা যুগ গিয়াছে, হিন্দু সমাজের ইতিহাসেও ঐ সাধারণ নিয়মের ব্যতিরেক হয় নাই। ইহার পূর্ব্বে বোধ হয় বিবাহের কোন বাঁধাবাধি নিয়মই ছিল না, মহাভারতের শ্বেতকেতুর উপাখ্যানে তাহার প্রমাণ বর্ত্তমান। তারপর আমাদের শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রকারের পুত্রের উল্লেখ হইতেই যথেষ্ট বুঝিতে পারা যায়, যে বিবাহ প্রথা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বর্ত্তমান আকারপ্রাপ্ত হইয়াছে। যুগে যুগে এই প্রথার নানা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যুগে যুগে ইহার জন্য নব নব বিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে। হিন্দু সমাজ যতদিন সজীব ছিল, ততদিন সচলও ছিল। জড় হইয়া পড়িয়াছে স্মরণাতীত কালে নয় অত্যন্ত আধুনিক যুগে।

দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যায়, কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। হিন্দুশাস্ত্র একখানি মাত্র গ্রন্থেই পর্য্যবসিত নহে, তাহার সংখ্যা অনেক, সুতরাং হিন্দুশাস্ত্র মানিয়া অসবর্ণ বিবাহকে অশাস্ত্রীয় বলা চলে না। কিন্তু কোন গ্রন্থ অনুসরণ করিব, অথবা কোন্ গ্রন্থের কোন্ অংশটুকু মানিয়া চলিব, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। প্রথাগুলিকে যাঁহারা খুব প্রাচীন বলিয়া মনে করিতে ভালবাসেন এগুলি যে কত আধুনিক তাহা তাঁহাদের জানা নাই। আরও একটা মুস্কিলের কথা এই যে, কেবল বাঙ্গলা দেশের হিন্দুগণই যে হিন্দু, অন্য প্রদেশের হিন্দুগণ হিন্দু নহেন একথা ত বলা যায় না। আবার কেবল ব্রাহ্মণই যে হিন্দু, চণ্ডাল হিন্দু নহেন, এমন কথাও কেহ স্বীকার করিবেন না। ইহারা সকলে কিন্তু একই প্রথা

মানে না। দক্ষিণে মাতুলকন্যাকে বিবাহ করিবার প্রথা আছে, এবং ঐ প্রথার সমর্থনে বৃহস্পতির স্মৃতি হইতে শ্লোক বাহির করিয়াও দেওয়া যায়। উৎকলে দেবরের সহিত বিধবা ভ্রাতৃজায়ার বিবাহ হয়। মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণেতর কোন জাতির মধ্যেই বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। বঙ্গের ব্রাহ্মণ মৎস্য মাংস আহার করেন, মদ্যপানেও তাঁহার জাতিভ্রষ্ট হইবার ভয় নাই। ঐ অপরাধেই দক্ষিণে ব্রাহ্মণকে জাতি হারাইতে হয়। হায়দরবাদে হিন্দুপুরুষ মুসলমান কন্যা বিবাহ করিতে পারেন; তবে কাহার প্রথা মানিয়া চলিব? প্রথার পথ ত সরলও নয়, প্রশস্তও নয়। প্রথার দোহাই দিয়া বৃহস্পতি কোন কোন প্রদেশের মদ্যপায়িনী রমণীগণের ব্যভিচার উপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এ নির্দ্দেশ আজ কেহ মানিতে রাজি হইবেন কি? কেবলমাত্র শাস্ত্র, কেবলমাত্র প্রথা কেহ কোন দিনই মানে নাই। কারণ প্রথার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে সমাজের প্রয়োজনে; শাস্ত্রকারেরা ত্রিকালজ্ঞত ছিলেনই না, অভ্রান্তও ছিলেন না। তাঁহারা ছিলেন এক এক যুগের জননায়ক। আজ মনু, রঘুনন্দন বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহারা নিজের অনেক বিধান নাকচ করিতেন সন্দেহ নাই।

অসুবিধা এই যে রাজা আমাদের সমধর্ম্মী নহেন, তাই আমাদের সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না। অথচ সরকার বাহাদুর হিন্দু আইন যে একেবারে অব্যাহত রাখিয়াছেন এমনত নয়। আমি বিধবা বিবাহের কথা বলিতেছি না কারণ তাহা অশাস্ত্রীয় নয়। কিন্তু হিন্দুদের ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনত ছিল। হিন্দু আইনের ঐ অংশটা যে সরকার বাহাদুর তুলিয়া দিয়াছেন, সে ভালই করিয়াছেন, এখন অনুগ্রহ করিয়া প্রথার বন্ধন হইতে যাহারা মুক্ত হইতে চাহে তাহাদিগের সুবিধা করিয়া দিন। প্যাটীলের বিলত বাধ্যতামূলক নয়, সুতরাং আপত্তিকারীগণের অসুবিধা হইবার ভয়ত নাই।

আমাদের দেশে হিন্দু রাজা থাকিলে আজ এই সামাজিক অসুবিধার প্রতিবিধান যে নিশ্চয়ই করিতেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। চক্ষের উপর দেখিতে পাইতেছি, হোলকার ও গাইকোয়ারের রাজ্যে অসবর্ণ বিবাহ আইন বিগর্হিত নয়। আর ভারতবর্ষের শেষ হিন্দু সম্রাটগণ যে সামাজিক ব্যাপারে শাস্ত্রকারের বিধান অপেক্ষা সামাজিক মঙ্গলের কম চিন্তা করিতেন না তাহারই গুটিকয়েক দৃষ্টান্ত দিয়া আমি আপনাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব।

আমি যে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিব, তৎসম্পর্কীয় মূল কাগজপত্র এখনও পুনার পেশবা দপ্তরে বিদ্যমান। সুতরাং তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। পেশবাগণ সমস্ত সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা করিতেন, ব্রাহ্মণ বলিয়া নহে, রাজা বলিয়া। তাহাদের পূর্ব্বে সাতারার অব্রাহ্মণ রাজাও তৎপূর্ব্বে বিজাপুর, আহাম্মদ নগর ও দিল্লীর অহিন্দু নরপতিগণও যে দক্ষিণের বহু সামাজিক বিবাদের বিচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ কয়েকখানি প্রাচীন দলিলও আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহার প্রয়োজনও নাই, আপনাদের ধৈর্য্যও থাকিবে না। এখানে আমি কেবল পেশবা সরকারের কয়েকখানি সামাজিক বিচার পত্রের,—যাহাকে মারাঠি ভাষায় 'অভয়' পত্র বলে -অনুবাদ দিব, মন্তব্যের ভার আপনাদের উপর।

মুসলমানদিগের সহিত মারাঠাদিগের নিত্য যুদ্ধ বিগ্রহ হইত। এই যুদ্ধে অনেক হিন্দুর মুসলমান হস্তে বন্দী হইতে হইত, এবং সেই অবস্থার বিপাকে পড়িয়া নিজের আচার রক্ষা করা সম্ভব হইত না, মাঝে মাঝে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেও হইত। এই সকল জাতিভ্রষ্ট হিন্দু ইচ্ছা করিলেই নিজ সমাজে পুনঃ প্রবেশ করিতে পারিত। ইংরাজ বণিকগণের

ত্রে প্রকাশ শিবাজীর সেনাপতি নেতাজী পালকর মুসলমানের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিয়াছিলেন— দিল্লীতে ওরংজেব বাদশাহ জোর করিয়া তাহাকে মুসলমান করিয়াছিলেন। এ বিষয় সম্বন্ধে ইংরেজের সাক্ষী অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু নেতাজী পালকর বড়লোক। তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিয়া একটি সামান্য লোকের কথা বলিতেছি।—জিতী নামক গ্রামের চৌগোলা সুগোজী বাড়ঘরের পুত্র পুতাজী স্বরাটের নিকট মোগল হস্তে বন্দী এবং জাতিভ্রষ্ট হয়। এক বৎসর পরে দেশে ফিরিয়া সে জাতে উঠিবার জন্য নিজ জ্ঞাতি সজাতি ও রাজার শরণাপন্ন হইল। ব্রাহ্মণগণের দ্বারস্থ হইবার কথা বোধ হয় তাহার মনে হয় নাই। তাহার আবেদনে গোব্রাহ্মণ প্রতিপালক ছত্রপতি শিবাজীর পৌত্র শাহু মহারাজ ইন্দাপুর পেডগাঁও পরগণার কতকগুলি গ্রামের মোকদম পাটিল ও অন্যান্য দশজনের নিকট নিম্নলিখিত পত্র পাঠাইয়াছিলেন।—তোমার প্রতি আজ্ঞা এই যে তোমরা যে বিনতী পত্র পাঠাইয়াছ তাহার মর্ম্ম অবগত হইলাম। চান্তার গোদে তরফের অন্তর্গত কসবা জিতী নিবাসী সুগোজী বাড়ঘরের পুত্র পুতাজী পূর্ব্বে দাবলজী সোমবংশীর ভৃত্য ছিল। সে ফৌজের সহিত স্বরাটে যায় ও তথায় মোগলের হাতে পড়ে। মোগলেরা তাহাকে জাতিভ্রষ্ট করে। এক কি সওয়া বর্ষকাল সে মোগল ফৌজে ছিল। রাজশ্রী বালাজী পণ্ডিত প্রধান যখন দিল্লী হইতে আসেন, তখন সে পলায়ন পূর্ব্বক তাহার ফৌজের সহিত মিলিত হইয়া গ্রামে আসে। তাহার কাহিনী সমস্ত বিবৃত করায়, সমস্ত গোত একত্র হইয়া বিচার করিয়া ইহাকে গোতে লইবে এইরূপ মত হইয়াছে। স্বামী যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, তদনুসারে কার্য্য করিব—এইরূপ তোমরাও লিখিয়াছ, তাহা অবগত হইলাম। পূর্ব্বোক্ত পুতাজীকে মোগলেরা বলপূর্ব্বক ভ্রষ্ট করিয়াছে, সে কিছু

স্বধর্ম্মে ভ্রষ্ট হয় নাই। সুতরাং ইহাকে গোতে লইবার আজ্ঞা করিলাম। তোমরা সকল গোত মিলিয়া শাস্ত্রমতে শুদ্ধ করিয়া ইহাকে গোত মধ্যে গ্রহণ করিবে ও পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করিবে।

শাহু মহারাজার আর একখানি অভয় পত্রে কোন একটি অসহায়া বিবাহিতা রমণীর স্বামীর দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির জন্য দ্বিতীয় বার বিবাহিতা হইতে অনুমতি দিতেছেন—

মুঠেখোরের তরফের অন্তর্গত বহুলী মৌজা নিবাসী গোদজী গায়কবাড়কে অভয় পত্র দেওয়া যাইতেছে। তুমি হুজুরে আসিয়া নিবেদন করিয়াছ যে মেহুট তরফের অন্তর্গত সায়গাও নিবাসী আনাজী ঘোর পড়ার কন্যা জানীকে কসবা দহিগাঁও নিবাসী জোত্যাজী সাম্বতের সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু জোত্যাজী তাহাকে ফেলিয়া গিয়াছে। জানী দশ বার বৎসর পর্য্যন্ত তাহার পথ চাহিয়া আছে, কিন্তু জোত্যাজি ফেরে নাই ইতিমধ্যে জানীর মাতা পিতার মৃত্যু হইয়াছে, শ্বশুর বংশেও অন্ন বস্ত্র চালাইবার কেহ নাই। সুতরাং গত বৎসর জানী স্বামীর নিকট আসিয়া নিবেদন করে যে আমার অন্ন বস্ত্র চালাইবার কেহ নাই, কি উপায় করিব? স্বামী তাহাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার আদেশ দেন, তদনুসারে জানী স্বগ্রাম মুঠেখোরে আসিয়া দেশমুখ দেশপাণ্ডে এবং গোতগণকে স্বামীর আদেশের সংবাদ জ্ঞাপন করে। তদনুসারে তাঁহারা আমার সহিত ইহার পাট বিবাহ দিয়াছে। এতৎসত্ত্বেও রাজশ্রী সচিব পন্ত আসিয়া তুই কাহার হুকুমে পাট বিবাহ করিয়াছিস্ বলিয়া আমার কৈফিয়ৎ চাহে। আমি তাহাকে মহারাজের আজ্ঞানুসারে করিয়াছি বলি। আবার কেহ আসিয়া গোলমাল না করে তাহার জন্য হুজুর পত্র থাকা প্রয়োজন বলিয়া তুমি নিবেদন করিয়াছ। তদনুসারে এই অভয় পত্র তোমাকে দেওয়া গেল। তুমি ও জানী সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করিতে থাক।—

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের প্রচলন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার বহুপূর্ব্বে একজন হিন্দুনরপতি স্বরাজ্যে অসহায়া সধবারও পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাহার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রীতির অপেক্ষা রাখেন নাই।

শাহু মহারাজের দুইখানি অভয় পত্রের অনুবাদ দিয়াছি, এইবার খাস পেশবা দপ্তরের একখানি কাগজের অনুবাদ দিব। এই আদেশ পত্রখানি ১৭৮৬ সালে লিখিত। পেশবা সরকারের একটী কলমের খোচায় কিরূপে অন্যায় বিবাহ অসিদ্ধ হইয়া যাইত, তাহা আপনারা এই আদেশ পত্র খানিতেই দেখিতে পাইবেন—

ধারুর পরগণার লাঞ্চে তরফের অন্তর্গত খাচসবাডী গ্রাম নিবাসী মহলার ভবানী ভিঙ্গোরে হুজুরের নিকট নিবেদন করিয়াছে যে বয়াজী দত্তাজীঠাকুর দেশমুখ কলঘতকর এবং রাণোজী সুলতানজী শেলকা প্যাটীল এবং বিবুতেলী এই তিন জন ব্যক্তি আমাকে ও আমার স্ত্রীকে কয়েদ ও প্রহার করিয়াছে, তাহারা আমাকে নানাপ্রকারে ধমকাইয়া বলে যে আমরা তোর মেয়ের বিবাহ দিব। তখন আমি উত্তর করি যে কন্যা তিন বৎসরের শিশু এখনও বিবাহের যোগ্য হয় নাই। এই প্রকার বলাতেই তাহারা আমাকে প্রহার করে এবং গ্রামস্থ লবণ বিক্রেতা ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ ৪৫ বৎসর বয়স্ক গোবিন্দ ধোন্ডাকে আনিয়া দাঁড় করায়। তাহাকে দেখিয়া আমরা অনেক দোহাই দিই, কিন্তু আমাদের উভয়কে তাহারা প্রহার করিয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলে। আমাদের জ্ঞান ফিরিলে ঐ তিন ব্যক্তি আমাদিগকে বলে যে ঐ সময়ের মধ্যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আমরা চক্ষে দেখি নাই। এইরূপ অত্যাচার আমার উপর হইয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে বিহিত অনুসন্ধান করিয়া যাহারা আমার উপর জবরদস্তী করিয়াছে তাহাদের শাস্তি দিবার এবং আমার কন্যাকে যথাবিধি অপর

বরের সহিত বিবাহ দিবার আদেশ হউক—এই মর্ম্মে নিবেদন করিয়াছে, তদনুসারে এই পত্র পাঠান যাইতেছে যে ঐ গ্রামের ও পার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহের ব্রাহ্মণদিগের লিখিত জবানবন্দী লইয়া তদন্ত করিয়া যদি স্থির হয় যে এই ব্রাহ্মণের উপর জবরদস্তী করিয়া অবৈধ বিবাহ দেওয়া হইয়াছে, তবে এই কন্যার যথাবিধি অন্য বিবাহ করাইয়া যাহারা ইহাদের উপর জবরদস্তি করিয়াছে তাহাদের যথাযুক্ত শাসন করিয়া জরিমানা লইয়া হুজুরে পাঠাইবে।—আজ যদি কেহ কোন হিন্দু বিবাহ জবরদস্তীর অজুহাতে রদ করিয়া দেন তবে চারিদিক হইতে কিরূপ চীৎকার উঠিবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। অথচ পেশবা সরকার যে অন্ততঃ এই ব্যাপারে মোটেই অবিচার করেন নাই, তাহাতে সন্দেহ কে করিবে?

বিবাহের আর একটা অবিধিও পেশবাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। আজকাল কন্যার পিতা বরকর্ত্তার উৎপীড়নে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন—তখন বরের পিতা কন্যার পিতার দাবী মিটাইতে হয়রান হইতেন। এই কুপ্রথা নিবারণের জন্য কেরাসিনের দরকার হয় নাই, দড়ি কলসী আফিমের দরকার হয় নাই, সভাসমিতি বক্তৃতার দরকার হয় নাই। পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের একখানি ইস্তাহারেই এই কুপ্রথার উচ্ছেদ হইয়াছিল। নিম্নে এই ইস্তাহার খানির অনুবাদ দিতেছি।

ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে কেহই কন্যার জন্য টাকা অথবা কোন প্রকারের ঋণ ইত্যাদি গ্রহণ করিবে না কন্যা দান করিয়া বিবাহ দিবে। এই সম্বন্ধে তুমি তোমার তালুকের ধর্ম্মাধিকারী জোশী, উপাধ্যায় ও সমস্ত ব্রাহ্মণ, দেশমুখ, দেশপাণ্ডে খোত, কুলকর্ণী এবং মহাজনদিগকে সাবধান করিয়া দিবে। তৎসত্ত্বেও যদি কেহ কন্যার জন্য নগদ টাকা বা ঋণ ইত্যাদি

গ্রহণ করিয়া বিবাহ দেয় তবে বিবাহ হইবামাত্র বরপক্ষ ও ঘটক সরকারে ও তোমাকে জানাইবে। এবং তুমি তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া কন্যাপক্ষ বরপক্ষের নিকট টাকা গ্রহণ করিয়া থাকিলে ফেরৎ দেওয়াইবে ও ঐ পরিমাণ জরিমানা কন্যা পক্ষের নিকট আদায় করিয়া সরকারে গ্রহণ করিবে। ঘটক টাকা লইয়া থাকিলে তাহাকে জব্দ করিবে। বরপক্ষ বা ঘটক যদি সরকারে খবর না দেয় ও অপর কাহারও নিকট সংবাদ পাওয়া যায়, তবে পণের পরিমাণ টাকা বরপক্ষের নিকট হইতে, তাহার দ্বিগুণ টাকা কন্যা পক্ষের নিকট হইতে এবং ঘটকের নিকট হইতে তাহার বিদায়ের পরিমাণ টাকা জরিমানাস্বরূপ সরকারে গ্রহণ করা হইবে। এতদমর্ম্মে তোমাকে এই সনন্দ পাঠান যাইতেছে।

এই প্রকারের আরও অনেক কাগজ পাওয়া যায়। কিন্তু এই চার-খানি দলিল হইতেই বোধ হয় প্রমাণিত হইয়াছে যে ভারতবর্ষের শেষ হিন্দু সম্রাটগণও সমাজ সংস্কারের প্রতি অমনোযোগী ছিলেন না। বিবাহ বিধির নানাপ্রকার সংস্কারের চেষ্টা তাঁহারা করিতেন। পেশবা প্রথম বাজীরাও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণদিগের ভিতর বিবাহ প্রচলিত করিবার নিমিত্ত নিজেই তিন সম্প্রদায়ের তিনটি কন্যা বিবাহ করিয়া-ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাহার একটি মুসলমান পত্নী বা উপপত্নীও ছিল। মহারাষ্ট্রে প্রবাদ আছে যে বাজীরাও নিজের মুসলমান পুত্র সমশেরকে ব্রাহ্মণের মত উপবীত দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন।

কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ বা বিধবা বিবাহই আমাদের একমাত্র সামাজিক সমস্যা নহে। সমস্যা অনেক এবং তাহার সকল গুলির আলোচনাও এখানে করা সম্ভব হইবেনা। এখানে কেবল বিবাহ ও বিবাহিত জীবন-ঘটিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্থাপন করিব। শ্রীযুত জলধর সেন মহাশয়

বহুদিন হইতেই বুদ্ধির দোষে পথ ভ্রষ্টা নারীর অবস্থার দিকে বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে জানিনা কিন্তু তথাপি তিনি আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতার পাত্র। জানিনা কোন অধিকার আমরা ভুলিয়া যাই যে নারীও মানুষ, দেবী নহে। একই অপরাধে নারীর দণ্ড হয় সমাজ হইতে চির নির্ব্বাসন, আর পুরুষের বেকসুর খালাস। এ আইন মানুষের রচিত, বিধাতার নহে, কারণ বিধাতার দণ্ড ব্যাধিরূপে উভয়কেই সমভাবে আক্রমণ করে কাহাকেও নিষ্কৃতি দেয় না। তথাপি সমাজ পুরুষের জন্য আপনার দ্বার চিরমুক্ত রাখিয়াছে, তাহার অনুতাপের প্রয়োজন নাই, প্রায়শ্চিত্তের দরকার হয় না। কিন্তু রমণী? তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে বটে, সে প্রায়শ্চিত্ত হয় গঙ্গার প্রবাহে, না হয় উদ্বন্ধনে বা কেরোসিনে। এ হিসাবে মুসলমান ও খ্রীষ্টান সমাজ হিন্দু সমাজ অপেক্ষা অনেক উদার। জানিনা আজ যদি খ্রীষ্টের মত কোন মহাপুরুষ বাঙ্গালার হিন্দু নরনারীকে ডাকিয়া বলেন—যে এই অপরাধিনী পতিতার শাস্তি বিধান করিবে সে যে মুখে বা মনে কখনও কোন পাপ করে নাই—তবে এই বাঙ্গালার কয়জন সমাজপতি আজ লোষ্ট্রহস্তে অগ্রসর হইতে পারেন। একথা কিছুতেই ভুলিতে পারিনা যে প্রত্যেক পতিতা রমণীর পতনের মূলে এক একজন পুরুষ আছে।

যাঁহারা স্বেচ্ছায় কুলত্যাগ করেন তাঁহাদের কথা আপাততঃ ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। কিন্তু আর একদল রমণী আছেন যাঁহারা অন্তরে পতিতা ছিলেন না তাঁহারা সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, কারণ তাঁহারা পুরুষের পশুবলের বিরুদ্ধে, পুরুষের কুৎসিত চক্রান্ত হইতে দেহের বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে পারেন নাই। বহুদিন পূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ জলধর বাবু, 'আমরা কোথায় যাই?' নামক গল্পে ইহাদের কাতর আবেদন

বাঙ্গালীর নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন। তারপর সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম পঞ্চনদের এক অভাগিনী এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে আত্মহত্যা করিয়া। একাকিনী রেলে ভ্রমণকালে সে ফিরিঙ্গী গার্ডের পশুবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। তাই তাহাকে পথে দাঁড়াইতে হইল। সে তখন তাহার দেহ পণে জীবনরক্ষা করিতে পারিত, কিন্তু সে দেহ ও জীবন উভয়ই ত্যাগ করিয়া বিধাতার দরবারে নালিশ করিতে চলিয়া গেল। ইহাদের জীবনের করুণ চিত্র বাঙ্গালীর চক্ষের নিকট প্রথম উদ্ঘাটিত হইল শ্রীমতী সুভাষিণী দেবীর ঘটনায়। তাঁহার সৌভাগ্য যে তিনি নিগৃহীত হইবার পরে কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। যাহাদের সে সৌভাগ্য হয় নাই, যাহারা বিনা অপরাধে নিষ্ঠুর পুরুষ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া, সমাজের অন্যায় বিচারে পিতা মাতা স্বামীর স্নেহ হইতে চিরবঞ্চিত হইয়াছে, তাহাদের অভিশাপ কি অহরহ হিন্দু সমাজকে দগ্ধ করিতেছে না? আমরা বিদেশী বিজেতার নিকট রাজনৈতিক অধিকার প্রার্থনা করি, কিন্তু আমাদের মাতার জাতির প্রতি অবিচার করিয়া আমরা পরের নিকট সুবিচার প্রত্যাশা করিব কোন্ লজ্জায়, কি অধিকারে? পেশবা যুগে যে মহারাষ্ট্র দেশে লম্পট ছিলনা তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের অপরাধে নির্য্যাতিতা রমণীকে আবার সামাজিক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত না। ইহার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

করাড ক্ষেত্র নিবাসী বেদশাস্ত্র সম্পন্ন রাজমান্য রাজশ্রী: শিষ্ট ব্রাহ্মণ ও ধর্ম্মাধিকারী প্রমুখ সমস্ত ব্রাহ্মণ গোসাঞিদিগের নিকট সেবক সম্ভাজী আঙ্গরে সরখেলের দণ্ডবৎ পুরঃসর নিবেদন, এখানকার মঙ্গল স্বকীয় মঙ্গল লিখিয়া জানাইবেন। বিশেষ সমাচার এই যে তরফ রাজাপুরের অন্তঃর্গত ধোপেশ্বর গ্রাম নিবাসী যেশো পুরুষোত্তম পলসুরার স্ত্রী সাবিত্রী

রামপুর গ্রামে পিত্রালয়ে যাইতেছিল। পথে মালিক আবদুল্লা নামক মুসলমান ইহাকে বলপূর্ব্বক নিগ্রহ করিয়াছে। এই ঘটনা উক্ত সাবিত্রী ঘরে ফিরিয়া স্বমুখে সকলের নিকট বলিয়াছে ও ইহার রিপোর্ট বিজয়দুর্গে আমার নিকট আসিয়াছে। তদনুসারে মালিক আবদুল্লাকে ধরিয়া আনিয়া তাহার শিরচ্ছেদ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে নিগৃহীতা রমণী হুজুরে আবেদন করিতেছে যে, আমার উপর এই অত্যাচার হইয়াছে। সাহেব ধর্ম্মরক্ষক। উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাহাতে আমি স্বসমাজে চলিতে পারি তাহার বিধান করা হউক। তদনুসারে আপনাদিগকে লেখা যাইতেছে যে তীর্থক্ষেত্রের বিধান অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া এই মহিলাকে পংক্তিপাবন করিয়া লইবেন।

মারাঠা রাজত্বে মাতার অপরাধে পুত্রের অথবা পুত্রের অপরাধে মাতাকে দণ্ডভোগ করিতে হইত না। এই অন্যায় ব্যবস্থায় সমাজের যে কি ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলা যায় না। বৌদ্ধ সাহিত্যে দেখিতে পাই জীবক নামক একজন মহাপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক পতিতার পুত্র। য়ুরোপের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের মধ্যেও দুই এক জনের জন্ম কথা রহস্য সমাবৃত কিন্তু সেইজন্য সেখানকার সমাজ তাহাদিগকে দূরে সরাইয়া রাখে নাই। একখানি প্রাচীন মারাঠা দলীলে দেখিতে পাই যে শ্রীনিবাস পরশুরাম প্রতিনিধি করাডের ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে লিখিতেছেন যে, মসুর নিবাসী আপাজী রাম মাতার ব্যভিচার দোষে সমাজচ্যুত হইয়াছে। তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া শুদ্ধ করা হইয়াছে, সকলে তাহার সহিত অন্ন ব্যবহার করিব।

এক শতাব্দী হইল মারাঠা সাম্রাজ্যের পতন হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের অভ্যুদয়ের দিনে হিন্দু মারাঠা সামাজিক নানা ব্যাপারে যে উদারতার পরিচয় দিয়াছে আধুনিক বঙ্গে তাহার তুলনা কোথায়? সে উদারতার

সাক্ষাৎ পাই শ্রীচৈতন্যের প্রেম ধর্ম্মে। তিনি পতিতকে কোল দিতে জানিতেন তাই তাঁহার তিরোভাবের পাঁচ শত বৎসর পরেও বৈষ্ণব ধর্ম্ম একবারে লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু বৈষ্ণব প্রভাবের হ্রাসের সহিতই যে আমাদের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ খ্রীষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন তাহার জন্য কি আমাদের অনুদারতা ও সঙ্কীর্ণতা দায়ী নহে? বহু হিন্দু যুবতী বিধবা যে মুসলমান ও খ্রীষ্টান হইতেছে তাহাতে কি হিন্দু সমাজের কোন ক্ষতিই হইতেছে না? বহু বালবিধবা যে প্রবৃত্তির তাড়নায় নানাবিধ পাপ অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহার জন্য কি সমাজ শাস্তি পাইবে না। ইহার কি কোন প্রতিকার করা উচিত নহে?

এ প্রশ্নের উত্তর মনুসংহিতায় পাওয়া যাইবে না। এ প্রশ্নের উত্তর পাইবে আপনার হৃদয়ে। হিন্দু যুবক! তুমি একবার যুগান্তব্যাপী অন্ধ কুসংস্কারকে পদতলে দলিত করিয়া আপনার বুদ্ধি সহায়ে সমাজের সকল কলঙ্ক দূর করিতে উদ্যোগী হও, কোন বাধা তোমাকে প্রতিহত করিতে পারিবে না। আর যদি তোমার জাতীয় জীবনের মূলে ঐ যে দুষ্ট ক্ষত হইয়াছে, ইহাকে তীব্র ঔষধ লেপনে আরোগ্য করিতে না চাও মনে রাখিও তোমার ভবিষ্যৎ বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কোন রাজনৈতিক অধিকার তোমার জাতিকে আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।

কলিকাতা,

৬নং কলেজ-স্কোয়ার, সাম্য-প্রেসে,

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গীয়-সমাজসংস্কার-সমিতিতে প্রাপ্তব্য

সামাজিক গ্রন্থাবলী।

১। বঙ্গীয় সামাজিক সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ
পণ্ডিত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত /০
২। সমাজসংস্কার সমস্যা ... স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিত /০
৩। বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার ঐ /০
৪। জাতিভেদ-সমস্যা ... ... ঐ (যন্ত্রস্থ)
৫। অন্ন-সমস্যা ... ... ঐ ঐ
৬। আচরণীয় ও অনাচরণীয় জাতি ... ঐ ঐ
৭। অসবর্ণ বিবাহ ... কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন /০
৮। অসবর্ণ বিবাহ ... শ্রীলালবিহারী মজুমদার কবিভূষণ /০
৯। Caste and Patel's Marriage Bill—শ্রীবিজয়কুমার বসু ৵০
১০। পেটেল বিল—বেদাচার্য্য পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন /০
১১। Decline and Fall of Hinduism—এস্, সি, মুখার্জ্জি ১৲
১২। জাতিভেদ ... শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ৷৲

এতদ্ভিন্ন কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সমস্ত পুস্তক পাওয়া যায়।

পুস্তকাদি ও সমিতির নিয়মাবলীর জন্য ১৫নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ঠিকানায় আবেদন করুন।

Imp. 4509